-০৬-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

স্মারক নং সবিম/শাখা-৫/ব্যঃউঃ(নীতিমালা)-৫২/২০০৮- ৬২ তাং-৩১/১/২০১১ খ্রিঃ

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বেসরকারি পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশী শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের বাংলাদেশ আগমনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা

১। **ভূমিকাঃ** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি ও সে সকল চুক্তির আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের আওতায় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিদল আদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর বাইরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী দুতাবাস প্রায়শ:ই বিদেশী শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিকদলকে বাংলাদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানের যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। দেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিদেশী শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিকদলকে বাংলাদেশে আনয়নের পূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের বিধান রয়েছে। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশী শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিকদলকে বাংলাদেশে আনয়নের সাথে সরকারের রাজস্ব আয়ের বিষয়টিও জড়িত। এ প্রেক্ষিতে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি সন্নিবেশিত করে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলঃ

২। **নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বিদেশের কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে সহযোগিতা প্রদান;
(খ) সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;
(গ) বাংলাদেশের জনগনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন ধরণের কার্যক্রম প্রতিহত করা; ও
(ঘ) বাংলাদেশে বিদেশী অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করা।

৩। **অনুমতির জন্য আবেদনঃ**

(ক) উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠান আয়োজনের কমপক্ষে ১(এক) মাস পূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে ;

(খ) আবেদনপত্রে আমন্ত্রিত শিল্পী বা শিল্পীদের নাম, জাতীয়তা, পাসপোর্ট নম্বর ও তার অনুলিপি, আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ, সময় ও অনুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে;

(গ) আবেদনপত্রের সাথে আমন্ত্রিত শিল্পী/শিল্পীদের সম্মতিপত্র সংযুক্ত করতে হবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স এবং টিআইএন নম্বর প্রদান করতে হবে;

(ঙ) উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষ/আয়োজনকারী সংস্থা সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দিবসগুলোতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা থেকে বিরত থাকবে।

৪। **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ঃ**

(ক) আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হবে;

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপত্তি জ্ঞাপন নিশ্চিত করবে। এ সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিজস্ব বিবেচনামতে অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে অনুষ্ঠানের পূর্বেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিকট থেকে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র পাওয়ার ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিধি-বিধানের আলোকে অনাপত্তি/মতামত প্রদান করবে;

(ঘ) অ-বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-কে অবহিত করে অনুমতি দেয়া যেতে পারে;

(ঙ) কোন আমন্ত্রিত শিল্পী বা প্রতিনিধি দলের আগমণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপত্তি পাওয়া গেলে কোন অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৫। **অনুমতি প্রদান ঃ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া গেলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে ঃ

(ক) এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কোন ধরণের আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না;

(খ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা পরিহার ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এছাড়া রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি এবং সামাজিক মূল্যবোধে আঘাত হানে এমন কিছু বিষয় পরিবেশন/উপস্থাপন করা যাবে না;

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এছাড়া বাণিজ্যিক ও অ-বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই এবং শিল্পীদের আয়ের উপর আয়কর প্রদান করতে হবে। ভ্যাট প্রদানের বিষয়টি আয়োজক সংস্থা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আগাম অবহিত করতে হবে;

(ঘ) যে সমস্ত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন, তারা আবেদনের সাথে পূর্বের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভ্যাট এর প্রমাণপত্র এবং দুর্যোগ বা অন্য কোন কর্মসূচীতে সহায়তার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকলে সহায়তাকৃত অর্থের পরিমানের বিষয়ে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে;

(ঙ) আমন্ত্রিত শিল্পী/অতিথিদের নিয়ে কোন অনভিপ্রেত ঘটনার অবতারণা হলে আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে;

(চ) আইন শৃঙ্খলার প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে;

(ছ) অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(জ) প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;

(ঝ) উপরোক্ত কোন শর্ত ভংগ করলে আয়োজক/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক জরিমানাসহ লাইসেন্স বাতিল/কালো তালিকাভুক্ত করা/ভবিষ্যতে এ ধরণের আর কোন অনুষ্ঠান করতে দেয়া হবে না। এধরণের ক্ষেত্রে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করার বিষয়টি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভূক্ত থাকবে;

(ঞ) অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পর কোন কারণে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হলে সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

৬। **অন্যান্যঃ**

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস সমূহের উদ্যোগে বিদেশী শিল্পী/সাংস্কৃতিকদল কর্তৃক অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(খ) যে সকল দেশের সংগে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি/বিনিময় কার্যক্রম বিদ্যমান আছে সে সকল দেশের এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত তালিকাভুক্ত শিল্পীদের/সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(গ) অ-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেসব সংস্থা (যেমন-নাট্যদল, নৃত্যসংস্থা, সাহিত্যগোষ্ঠী ইত্যাদি) বিদেশ থেকে শিল্পী বা সাহিত্যিকদলকে আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছুক তারা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী বা বাংলা একাডেমীর সুপারিশ/অনাপত্তিসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(ঘ) বিভিন্ন বাণিজ্যিক হোটেলে দীর্ঘমেয়াদী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য আগত বিদেশী শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক Employment visa/work permit প্রদান সাপেক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে;

(ঙ) বাংলাদেশে বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিদেশী শিল্পীদের বৈদেশিক মুদ্রায় সম্মানী প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতির জন্য আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে আয়োজক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতির অনুলিপি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন;

(চ) বিদেশী শিল্পীদের কত সম্মানী বিদেশী মুদ্রায় দেয়া হবে তা আবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে;

(ছ) বিদেশী শিল্পীদের বিল পরিশোধের সময় পরিশোধযোগ্য বিলের উপর বিধিমোতাবেক উৎসকর এবং আয়কর কর্তন করার অনুমতির প্রমাণপত্র আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে;

(জ) অনুষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক আয়োজক সংস্থা আসন সংরক্ষণ করবে।

৭। বিদেশী সাংস্কৃতিক দল/শিল্পী/সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে আয়োজিতব্য যে কোন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা বা না করা বা অনুমতি প্রদান করার পরও অনিবার্য কারণে/কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তা বাতিল করার এখতিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত থাকবে ।

৮। এ সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সকল নীতিমালা বাতিল ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

৯। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

সুরাইয়া
৩১.১.১১

(সুরাইয়া বেগম,এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব